ফুলবাড়ীঃ প্রতিরোধের এক দশক (বিশেষ সংকলন)

ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থানের আগে পরে অনেক গান কবিতা লিখিত হয়। এখানে তার কয়েকটি সংকলিত হলঃ

ফুলবাড়ি সাহসের পতাকা

ফুলবাড়ি সাহসের পতাকা গণজাগরণ
ফুলবাড়ি দেশপ্রেমে দুর্জয় বীর জনগণ
শহীদের রক্তে রঞ্জিত পতাকা
দেশজুড়ে বিক্ষোভ গণজাগরণ
নেই ভয় পিছুটান
সংগ্রামী ঐক্যের দৃঢ় বন্ধন
বলো জয় জাগ্রত বীর জনগণ।।

হঠাও সাম্রাজ্যবাদ
এশিয়া এনার্জি কোম্পানি
দেবো না লুটে নিতে দেবো না
জ্বালানি সম্পদ কয়লার খনি
ঘৃণার আগুনে জ্বালিয়ে দাও
সব চক্রান্তের শয়তানি
কমিশনভোগী স্বদেশী দালালের বেঈমানী
লুট হতে দেবো না দেবো না
প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশী তস্কর রুখবোই
চোখের মনির মতো ফুলবাড়ি রক্ষা করবোই।।

সারাদেশ জুড়ে গড়ে তোল সংগ্রামী আন্দোলন
আসুক বাধা আরো কঠিন
যতোই হিংস্র আক্রমণ
পিছু হটবোনা হটবোনা পিছে
লক্ষ কোটি করেছি পণ
শাসকেরা শোন শোন শোন
কোটি কণ্ঠের উচ্চারণ।।

কথাঃ মহসিন শস্ত্রপাণি
সুরঃ কামরুদ্দীন আবসার

ফুলবাড়ী
গগন তানু

সহসা টুকরো বাতাস ফের জ্বলে ওঠে
কালো কয়লার ফুলবাড়ী
রাঢ় বাংলায় ইতিহাস কথা বলে
পোতা আছে তেভাগার নাড়ী
এই এখানে
তুষের আগুনে বাংলাদেশের সবখানে
পাহারা দেবার কেউ ছিলো না
শুধু ওরাই ছিল কামড়ে মাটি
যদি পারে তবেতো ওরাই ওরাই যোগ্য মানুষ
হাড়ুডু খেলুড়ে শক্তি বাড়ায় ক্রমে ক্রমে
লড়াই এবারে দেশজুড়ে মানবে আর দানবে
কে হারে কে জেতে সন্দেহ জাগে তবুও লড়াই বাধে
চিত্ত করেছে দৃঢ় মাঠে ময়দানে খোঁজে কোথায় সে
মাধাই মোড়ল সাহসী যুবা নারী ও পুরুষ কাঁধে কাঁধে
টুকরো বিজয় ছিনিয়ে আনে আবারো সমঝোতা সাধে
কয়লার মতো মানুষগুলো জেদ নিয়ে তৈরী হলো
তবু অতীতের মতো ঝুলিয়ে মুলো

কি দিয়ে কি পার পাবে তারা
ভয়ে কাঁপে সন্ত্রাসী পুলিশ
ফুলবাড়ী কানসাট
কে জানে কতোদিনে জ্বলে তুষের আগুন
রণমূর্তি নারী সড়কি হাতে সমানে হাকে 'জাগুন'

আর ওরা শুধু শহরেই ভাসে বক্তৃতা আর সেমিনারে
চেয়ে দেখ তুই বেঈমান আর বেনিয়া বলি যারে

ফের কখন ফুলবাড়ী কানসাট গোটা বাংলায়
অধীর অপেক্ষা এই ভূমি এই জংলায়

ফুলবাড়ীর গান
এনামুল লতিফ

ফুলবাড়ী এনেছে তো বিশ্বাস
কানসাটে যেটা ছিল আশ্বাস
শনির আখড়া বেয়ে
বিঘ্নকে লাথো পায়ে
জনতা দলেছে হতাশ্বাস
সৃষ্টি করেছে সে বিশ্বাস।
ফুলবাড়ী জনপদে ছিল না সে দ্বন্দ্ব
সকলের শ্রমে আনে ফসলের গন্ধ
বণিক-শকুনি ওড়ে লোভে পাখা ঝাপটায়
লুট করে নেবে ধন তাই মাটি খামচায়
শকুনির পিছে হাসে হিংস্র সে হায়না
শঙ্কিত জনপদ ঘুরে বলে, "আর না
চিরদিন আর কত শোষনকে মানবো
এইবার তোমাদের বিষদাঁত ভাঙব।"
ছাত্র কৃষক আর মেহনতি জনতা
বজ্রের হুঙ্কারে আনে দ্রোহ-বারতা
শপথে ঝলসে ওঠে বিদ্রোহ জনতার
আদিবাসী তোলে তার ধনুকেতে টঙ্কার
উত্তাল সমুদ্র গর্জন মিছিলে
আগুনের হল্কা মিছিলের সে ঢলে
চিহ্নিত হয়েছে তো শত্রুরা জনতার
বিঘ্নিত করে চলে তারা পথ চলবার
মিছিলটা প্রতিরোধে এগিয়ে চলছে
চলেছে ওরা আর সোচ্চারে বলছে-
"আমাদের সম্পদ আমাদেরই থাকবে
তোমাদের এইবার দিন শেষ লুটবার
আর তুমি একপা-ও এগোবেনা শত্রু
জমা ঋণ শোধ কর এইবার এইবার।"
কয়টি প্রাণ গেল অকালে ঝরে
জীবনের জন্য মৃত্যুকে বরে
এ-মিছিল চলছে এ মিছিল চলবে
সব বাধা ভেঙে দিয়ে অন্যায় দলবে
এ মিছিল বেড়ে গিয়ে ছেয়ে যাবে বিশ্ব
নতুন পৃথিবী এক গড়বে নিঃস্ব
পতাকার মতো করে তুলে ধরো ইতিহাস
ফুলবাড়ী গড়েছে সে প্রদীপ্ত বিশ্বাস।

ফুলবাড়ীতে আগুনের ফুল
মুনীর সিরাজ

কালো অঙ্গারে ফোটে আগুনের ফুল,
ফুলতলাতে ফুলের সৌরভ
আর ফুলবাড়ীতে ফুলকি ফোটার উৎসব।
স্ফুলকি ফুলের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে,
অন্ধকারে মানুষের মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়-
দৃঢ় প্রত্যয় আর চোখে অগ্নিগোলক,
রক্তাক্ত গোলাপ। ফুলবাড়ীতে
বানিয়ারা মানুষের স্রোতের বান দেখে ভয় পায়,
উর্দিপরাদের বেহাল দশা, ফুলবাড়ীতে
কখন যে মানুষের একটা বিশাল
দেয়াল দাড়িয়ে গেল!
উর্দিওয়ালাদের জানা ছিল না,
ইতিহাসের সত্যাসত্য বুঝতে পারলে
মানুষের শরীর ইস্পাত-কঠিন হয়ে যায়,
মহীরুহের শিকড়ের মতো কামড়ে ধরে মাটি।
সর্বংসহার উজ্জীবনের ঘটনাই ইতিহাস।
কয়লার ময়লার কালিমা পড়েছিলো মনে ভেবে
ভূগর্ভের শক্তিসঞ্চারী অগ্নিউৎপাদক
তুলে নিয়ে ফেরারী হয়ে যাবে বেনে, আর
অচেতন মানুষ অধোবদনে অবচেতনে
থাকবে নির্বিকার,
তেমনটা ভাবতেই বাঁধলো গোল।
ঘুমন্ত সিংহের হুংকারে প্রকম্পিত হলো মাটি,
থাবার নিচের খাদ্য সংহারের পরিণতি ভয়ানক,
সেই অনাদি-আদিম-বর্তমান-ভবিষ্যতের
ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার কাছে
কদর্য অসত্যের ধ্বজা ন্যুজ হলো।
সহস্র সহস্র বছর ধরে তেমনটাই ঘটেছে বার বার,
পুনরুত্থানের অদম্য বিস্তৃতি, আরেক ধাপ
এগুলো ইতিহাসের পা।
শ্যামল শোভার রূপ হলো অপরূপ,
জ্বলন্ত অঙ্গারের ফুলকির আলো
ফুলবাড়ীতে আগুনের ফুল।